ভানু
গোয়েন্দা
জহর
অ্যাসিস্ট্যান্ট
বাদলরাজ সিনহা
প্রযোজিত
Ratan

বাদলরাজ সিন্‌হা প্রযোজিত

জয়দীপ পিকচার্সের নিবেদন

ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিষ্ট্যান্ট

পরিচালনা ঃ পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। সংগীত ঃ শ্যামল মিত্র।

রচনা-চিত্রনাট্য ও গীত রচনা : প্রণব রায় ॥ **সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী** ॥ **প্রধান আলোকচিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেনগুপ্ত** ॥ **সহযোগী চিত্রশিল্পী : সুখেন্দু দাশগুপ্ত** ॥ **শব্দগ্রহণে ঃ** সোমেন চ্যাটার্জী, সুশীল ঘোষ, সুজিত সরকার, নৃপেন পাল ॥ **শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার** ॥ **পটশিল্প ঃ** কবি দাশগুপ্ত, বলরাম চ্যাটার্জী, নবকুমার কয়াল ॥ **প্রধান উদ্যোক্তা ঃ বিষ্ণুপদ ব্যানার্জী** ॥ **সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা :** শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ **রূপসজ্জা :** ত্রিলোচন পাল ॥ **কর্মসচিব : তারক দে** ॥ **ব্যবস্থাপনা :** সুনীল সেনগুপ্ত ॥ **স্থিরচিত্র গ্রহণে :** এড্‌না লরেঞ্জ ॥ **পরিচয়লিখন :** দিগেন ষ্টুডিও ॥ **প্রচার সচিব :** নিতাই দত্ত ॥ **প্রচার অঙ্কন :** এস, স্কোয়ার, রতন বরাট, পালিত, এ, কে, কনসার্ণ, ভবানীপুর লাইট হাউস, সুধীর কুমার সিংহ, নন্দলাল রায় ॥ **নৃত্য পরিচালনা : নৃত্যরাজ হীরালাল** ॥ **সাজসজ্জা :** নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। **আলোকসম্পাত :** প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, রামদাস কুমার, কাশী কাহার, সুনীল শর্মা, হংসরাজ, পূন্না হোড়। **রসয়নাগারে :** অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, অজিত ঘোষ। **প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন** ॥

● **নেপথ্য কণ্ঠে : সন্ধ্যা মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, লীনা ঘটক** ● **ষ্টুডিও তত্ত্বাবধানে :** আনন্দ চক্রবর্তী ॥

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় ঃ মৃণাল দাশগুপ্ত, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্রকুমার মিশ্র, বরেন চ্যাটার্জী ॥ **সংগীতে :** শৈলেশ রায়, সলিল মিত্র ॥ **সম্পাদনায় ঃ** শক্তিপদ রায়, অনিল দত্ত **শব্দগ্রহণে :** বাবাজি, হরেকৃষ্ণ ॥ **শিল্প-নির্দেশনায় :** অনিল পাইন ॥ **ব্যবস্থাপনায় ঃ** নিমাই, যোগেশ ॥ **শব্দপুনযোজনায় ঃ** জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলা সরকার ॥ **প্রচারে : রঞ্জন মুখার্জী,** সুমিত মজুমদার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীমতী কৃষ্ণা সিন্‌হা, কামিনীকান্ত রাহুত, তড়িৎ কুমার রাহুত, আনন্দপুর টী এষ্টেটের কর্মীবৃন্দ, কৈলাসপুর টী এষ্টেটের কর্মীবৃন্দ, বিধান ঘোষ, চিন্ময় সরকার, রুণু দে, কারকো রেষ্টুরেট, নিউমার্কেট অফিসের কর্মচারীবৃন্দ; অজিত দত্ত (মিউজিক কর্ণার) জীবন ধর (শিলিগুড়ি), বিনয় হাজরা, (দমদম এয়ারপোর্ট) সুরেন্দ্র নাথ জয়সওয়াল, মুকুল রাহুত, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ এর কর্মীবৃন্দ, নণ্ট রাহুত, ফাটা ঘোষ, মণ্ট বসু (বসুশ্রী সিনেমা) ডাঃ আর, এল, গুপ্তা, মনীষা গুপ্তা, কল্যাণ রাহুত, ডাঃ হর মোহন সিংহ ও শ্রীমতী নীহার সিংহ, পরেশ দত্ত। টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও, রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিও, এবং নিউ থিয়েটাস (১নং) ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ॥ **চরিত্র চিত্রণে : ভানু ব্যানার্জী, জহর রায়, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, পাহাড়ী সান্যাল,** বীরেন চ্যাটার্জী, শীতল ব্যানার্জী, নৃপতিং চ্যাটার্জী, শৈলেন গাঙ্গুলী, বঙ্কিম ঘোষ, হরিধন মুখার্জী, রূপক মজুমদার, পদ্মা দেবী, ৺আশা দেবী, কল্যাণী ঘোষ, অশোক মুখার্জী, সুরেশ নন্দী, নবাগতা অপরাজিতা দাস, কাকলী মুখার্জী, মিতা কর, রুণা চৌধুরী, নীলিমা চক্রবর্তী এবং **লিলি চক্রবর্তী।**

● বিশ্বপরিবেশনা :—**ফিল্ম ফাইনান্সিং করপোরেশন, ৩, সাকলাত্ প্লেস, কলিকাতা-১৩** ●

গল্পাংশ

যারা 'রামগরুড়ের ছানা' তাদের জন্য লিখি নি—এ কথা স্বয়ং গ্রন্থকারের। বাঙালীর বিড়ম্বিত জীবনে একটুখানি আনন্দের খোরাক, "ভানু গোয়েন্দা জহর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট"। কিন্তু সকলের প্রিয় গীতিকার, চিত্রনাট্যকার এই কাহিনী লেখবার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বাংলা দেশের মুকুটহীন দুই কৌতুক সম্রাট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আর জহর রায়ের কাছ থেকে, যাঁরা সমস্যাজর্জ্জরিত বাংলার মানুষদের আজও আনন্দ বিলিয়ে চলেছেন।

বাংলায় হাসির গোয়েন্দা-গল্প, ইংরেজিতে যাকে বলে Slapstick Comedy, একরকম লেখা হয় নি বললেই চলে। সেই অভাব অনুভব করেছেন প্রণয় রায়, কলম ধরেছেন আর অনাবিল নির্দোষ আনন্দে মাতিয়েছে মহাধুরন্দর গোয়েন্দা ভানু আর তার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট জহর।

নিউ এম্প্রেস মঞ্চে প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্যে সংগীতানুষ্ঠান। মুগ্ধ ও ভক্ত শ্রোতাদের সামনে গান গেয়ে চলেছে বোম্বে-বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় গায়ক অচল মুখার্জী ওরফে অচলকুমার। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে তার প্রচণ্ড ভীতি, মনে হয় ন্যাকা ন্যাকা মেয়েগুলো যেন রঙীন শাড়ির লেবেল আঁটা তেঁতো ওষুধের এক-একটা শিশি।

কিন্তু অনুষ্ঠান শেষে যোধপুর পার্কের বাসাতে নিয়ে আসতে হলো নূপুরকে। কোন ফাঁকে যে গাড়ীতে বসেছিল সে, কেউ জানতে পারেনি। পেছনে তার দুই গোয়েন্দা—একখানা উনিশশো উনত্রিশ সালের ফোর্ড গাড়ির আরোহী গোয়েন্দা-প্রবর ও তার এ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে পথের মধ্যেই প্রায় মোলাকাৎ হয়ে গিয়েছিল নূপুরের। ওদের হাত থেকে নূপুরকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিল অচলকুমার।

দিল্লী-প্রবাসী ডাঃ দিগম্বর চ্যাটার্জীর একমাত্র মেয়ে নূপুর নিখোঁজ হয়েছে, আসলে পিতৃ-মনোনীত পাত্র হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্রকে বিবাহ করতে তার প্রবল আপত্তি।

নূপুরকে খুঁজে বের করতে পারলে
পঁচিশ হাজার টাকার
পুরস্কার। কোমর

বেঁধে পংখীরাজ মার্কা ফোর্ড গাড়ীতে অভিযান শুরু হলো ভানু গোয়েন্দা ও জহর এ্যাসিস্ট্যান্ট-এর। কিন্তু এই অভিযানের কথা—না থাক্, বরঞ্চ ওদের কার্যকলাপ দেখে হাসতে হাসতে আপনাদের পেটে খিল ধরতেও পারে। তবে একটা কথা—"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে"—

হেমাঙ্গিনী দেবীর তেলের ব্যবসায়ী কালো বেঁটে পুত্রটিকেই যদি নূপুর তার মন দিয়ে বসে, তবে তাকে দোষ দেয়া যায় না। আর না, এখানেও দেখছি সেই ঝরঝরে পংখীরাজ গাড়ি আর তার দুই সারথি হাজির, আপনারাই মোলকাত করুন, তবে দোহাই—প্রাণ খুলে হাসুন, কিন্তু মনে রাখবেন প্রাণটা আপনার!

সঙ্গীতগঞ্জ

(১)

কথা :—প্রণব রায়।
সুর ও শিল্পী :—শ্যামল মিত্র।

কখন কি হয় কে বলতে পারে
কত মজার গল্প ভাই তৈরী যে হয়
আমাদের জীবনের পথের ধারে ॥
কত ভিখারি যে লাখটাকা পেয়ে যায়,
কত বাদশা যে ছেঁড়া কাঁথা দেয় গায়।
কোন খেয়ালী বিধাতা ভাই কোন খেয়ালে
হঠাৎ বদ্‌লে দেয় ভাগ্যটারে ॥
বিশ্বাস করো আর নাই বা করো,
বলি সত্যি কথাই জীবনটা ভাই
উপন্যাসের চেয়ে মজার বড়।
শোনা যায় প্রেম নাকি যাদুগর,
কার চোখে কে কখন সুন্দর,
তুমি হয়তো তারেই দেখে মন হারাবে
স্বপ্নে কোনদিন দেখনি যারে ॥

(২)

কথা :—প্রণব রায়।
সুর :—শ্যামল মিত্র।
শিল্পী :—সন্ধ্যা মুখার্জী।

মালতীর কুঞ্জবনে ভ্রমরের গুঞ্জরণে
আমারে ডাক দিয়েছে সোনার আলো ॥
আমি যে ছিলাম ঘুমে
আঁধারে সেই নিঝুমে,
কে যেন রাখালছেলে বাঁশির সুরে
ঘুম ভাঙ্গালো ॥

জেগে দেখি কে আমায়
দিয়ে গেল মালা হায়,
জানিনা নামটি তার চেনা চেনা লাগে
তবু তার ॥
বুকে লয়ে ফুলহার
স্বপ্ন দেখি অদেখার
আবেশে দোলে যে
দোলে দোলে তারি উপহার ॥

(৩)

কথা :—প্রণব রায়।
সুর :—শ্যামল মিত্র।
শিল্পী :—সন্ধ্যা মুখার্জী ও শ্যামল মিত্র।

দূরে যদি চলে যাই নাম ধরে ডেকো
এ মধুরাতি রেখো মনে রেখো ॥
রহিল প্রাণে কত আকুলতা
বলাতো হ'লনা কত প্রিয় কথা,
পথের আলাপটুকু তুমি ভুলে থেকো,
শুধু এ মধুরাতি রেখো মনে রেখো ॥
সহসা যদিগো কভু গোলাপের দিনে
ফাগুনের এই গান বাজে মনোবীণে,
নিরজনে চুপিচুপি মোর ছবি আঁকো,
আর এ মধুরাতি রেখো মনে রেখো ॥

(৪)

কথা :—প্রণব রায়।
সুর :—শ্যামল মিত্র।
শিল্পী :—সন্ধ্যা মুখার্জী।

ও ফুলের মরশুম
চাঁদিনী ঘুমঘুম
এ মায়ারাত সেজেছে রূপসী ও ...॥
এই প্রাণে মোর ফুটলো গোলাপ
আজ গোলাপী রাতে
আসমানী রঙ ওড়না আ'মার
যায় উড়ে হাওয়াতে ॥
পাপিয়া এই মন
হয়েছে আনমন
কেবলি ডাকে পিয়া-পিয়া
দুটি আঁখি তার
তীরে হানে গো—মন হলো নিশানা
এই মনেরি বাদশা সেজে
আমি যে সুলতানা ॥
চামেলি বনছায়—চৈতি রাত যায়
ডেকেছে দরদিয়া—পিয়া—পিয়া—পিয়া

(৫)

কথা :—প্রণব রায়।
সুর :—শ্যামল মিত্র।
শিল্পী :—লীনা ঘটক ও শ্যামল মিত্র।

রাতের চোখে ঘুমের কাজল
আমার চোখে জাগা ॥
জানাই কারে আমার প্রাণের
এই ভালোলাগা
মধুরাত যে যায় সাথী কোথায়
একা জেগে থাকি
কাঁদে ঐ বনে না আমার মনে
পিউ কাঁহা পাখী ॥
ওগো সাথী এই রাতি
যেন বৃথা নাহি যায় ॥
তৃষা কেন কাঁদে এসে
নদীর কিনারায়
কত স্বপ্নে মোর প্রাণের বাসর
ফুলে ফুলে ছাওয়া
জ্বালে মোর বুকে যে মধুর আগুন
মৌসুমী হাওয়া
ওগো সাথী এই রাতি
যেন বৃথা নাহি যায় ॥

(৬)

কথা :—প্রণব রায়।
সুর :—শ্যামল মিত্র।
শিল্পী :—সন্ধ্যা মুখার্জী ও শ্যামল মিত্র।

বড় ভালো লাগে আজ একখানি খেলাঘর।
জীবনে যা পেয়েছি, তাই লাগে সুন্দর ॥
ভালো লাগে চাঁদ, ফুল, হীরা, মোতি, পান্না,
ফাগুনের হাসি আর শ্রাবণের কান্না।
সবচেয়ে কি যে ভালো, কানে কানে বলোনা—
উহুঁ—আমি বল্‌বো না বল্‌বো না—বল্‌বো না ॥
বলো দেখি ভালো লাগে কোন বনফুল !
তুমিই বলো—
সে যে কুচবরণ কন্যা, যার মেঘবরণ চুল।
ভালো লাগে এই রাত, এই ফুল শয্যা,
দুষ্টু চোখে ঐ আধো—আধো লজ্জা
সবচেয়ে কি যে ভালো কানে কানে বলোনা
গানে গানে বলো না—
উহুঁ, বল্‌বো না—বল্‌বো না—বল্‌বো না ॥

● পরিকল্পনা * গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন। মুদ্রণে : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ ●

জয়দীপ পিকচার্সের
দ্বিতীয় নিবেদন
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের
অলীকবাবু
পরিচালনা : একলব্য
চিত্রনাট্য : উমানাথ ভট্টাচার্য্য
জনপ্রিয় শিল্পী সমন্বয়ে প্রস্তুতি মগ্ন :